দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস : ১৮ বছরে দেড় শতাধিক তরুণের মৃত্যু

॥ খায়রুল আলোয়ার ॥

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এখন একটি জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা হিসাবে মাথা তুলেছে। সন্ত্রাসের ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের জীবনহানি ঘটছে অন্য দিকে তেমনি ভেঙ্গে পড়ছে শিক্ষাব্যবস্থা।

দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, স্বাধীনতার পর অর্থাৎ '৭২ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত—গত ১৮ বছরে দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে দেড় শতাধিক তরুণ প্রাণ হারিয়েছেন। এর মাঝে দশ-বারজন পথ-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শতাধিক তরুণের মৃত্যু

প্রথম পৃঃ পর

চারী বা বাইরাগত ছাড়া বাকী সবাই ছাত্র। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানা গেছে, '৭২ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে '৮৭ সালের ৩১শে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ১১৬ জন। বাকীরা নিহত হয়েছেন গত ২৫ মাসে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের ফলে কয়েকজন বাইরাগতসহ ত্রিশজন ছাত্র নিহত হয়েছেন।

শিক্ষাঙ্গনে সংঘটিত সন্ত্রাসের জন্যে ঘটনার পর ছাত্র সংগঠনগুলো বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে পরস্পরকে দায়ী করে থাকে। একে অভিযুক্ত করে অন্যকে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য রাখা হয়। প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হয় সন্ত্রাস নির্মূলের জন্যে। কিন্তু তারপরও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস থেমে থাকেনি।

শিক্ষাঙ্গনের এই সন্ত্রাস দল-নির্দল বাছবিচার করছে না। সন্ত্রাসের ফলে ছাত্র নেতা-কর্মীরা যেমন জীবন হারাচ্ছেন, তেমনি অকালে প্রাণ দিতে হচ্ছে আরিফ আহমেদের মত নির্দলীয় এবং অসাধারণ মেধাবী ছাত্রকে।

স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম বড় ধরনের ছাত্র হত্যা সংঘটিত হয় '৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্র লীগের নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সূর্যসেন হলের সাতজন ছাত্রকে রাতের বেলা পার্শ্ববর্তী মহসিন হলের টিভি রুমের সামনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়। এ ভয়াবহ হত্যাকান্ডটি ক্যাম্পাসে 'সেভেন মার্ডারস' বলে আখ্যায়িত হয়। ১৯৭৭ সালে ইন্দু ও গোগা নামে দুজন যুবককে হত্যা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছরে সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন যে সব ছাত্র এবং ছাত্রনেতা তারা হলেন : রাউফুন বাসুনিয়া, মাহবুবুল হক বাবলু, মাজহারুল হক আসলাম, ওয়াদুদ হালিম, আসাদ আহমদ মুন্না, বজলুর রহমান শহীদ এবং আরিফ আহমেদ। এর মাঝে আসলাম ছাড়া বাকী সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। আসলাম ছিলেন নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের ছাত্র। এছাড়া উল্লিখিত সময়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনায় রিকশাচালক আবদুল রহিম, জাসদ কর্মী কফিলউদ্দিনসহ আরও কয়েকজন নিহত হন।

জাতীয় ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রাউফুন বসুনিয়া নিহত হন '৮৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাতে। সংগ্রাম পরিষদের একটি মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণে তিনি প্রাণ হারান। '৮৬ সালের ৩১শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকায় এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মাথায় বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা যান বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী মাজহারুল হক আসলাম। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষের এবং বিপক্ষের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। আসলাম ছিলেন বাবা-মার একমাত্র পুত্র সন্তান।

১৯৮৭ সালের ৯ই মার্চ দুপুরে মহসিন হলের একটি কক্ষে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু। বাবলু হত্যার চার মাসের মধ্যে ক্যাম্পাস আবার রক্তরঞ্জিত হয়। ছাত্রদল কর্মী ওয়াদুদ হালিম সূর্যসেন হল গেটে গুলিতে নিহত হন ১৪ই জুলাই মধ্যরাতে। এই হত্যাকান্ডের জের হিসাবে ১৫ই জুলাই দুপুরে বিবদমান দুটি ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে ভূতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র এবং ছাত্রলীগ (জাসদ-ইনু সমর্থিত) কর্মী আসাদ আহমদ মুন্নাসহ তিনজন বুলেটবিদ্ধ হন। পরে মুন্না এবং রিকশাচালক রহিম মারা যান।

গত বছরের ১১ই ডিসেম্বর রাতে মহসিন হলে ছাত্রদল নেতা বজলুর রহমান শহীদকে হত্যা করা হয়। এ বছর ডাকসু নির্বাচনের পরদিন অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারী বিবদমান দুটি পক্ষের সংঘর্ষ চলাকালে মধুর ক্যান্টিনের কাছে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান নগর জাসদ (ইনু) কর্মী কফিল উদ্দিন।

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এবং ছাত্র মৈত্রীর নেতা জামিল আখতার রতনকে সন্ত্রাসের কাছে প্রাণ দিতে হয়েছে। এ পর্যন্ত সন্ত্রাসের ফলে নিহত হয়েছেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী।

এছাড়া গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের যে সব তরুণ নেতা-কর্মী হত্যার শিকার হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : শাহাদাত, রশীদ, দিদার, আমিনুল করিম, মঈনউদ্দিন, জুয়েল, তপন, মুনির, শফিক, জব্বার, কবির আইয়ুব, তারেক, জসিম, তাহের, আফাজউদ্দিন শহীদ, রেজাউল করিম, ফখরুদ্দিন, বাবর প্রমুখ।

দেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনটিই সন্ত্রাসমুক্ত নয়। প্রত্যেকটিতে একাধিকবার সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। মেডিক্যাল কলেজগুলোতেও বহুবার হানাহানি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন কলেজে একাধিকবার সংঘর্ষে বোমা, পিস্তল ও অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। দেশের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ই সন্ত্রাসের ফলে বন্ধ থেকেছে।